"বেদধর্ম্ম-বিরুদ্ধাত্মা যদি দেবং প্রপূজয়েৎ,
স যাতি নরকং ঘোরং যাবৎ আহূত সংপ্লবম্ ॥"

অর্থাৎ যদি কেহ বেদধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণে দেবতাকে ঐকান্তিকভাবে পূজা করে, সে জন প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকবাসী হয়। রাগানুগাতে বিধির অপেক্ষা না থাকিলেও বেদবাহ্য নহে, কিন্তু বেদও বৈদিক-প্রসিদ্ধা। যেহেতু বেদ ও বৈদিক বিধিতে রাগানুগীয় ভক্তের রুচি আছে। বেদেতে যদ্যাপি বুদ্ধ, ঋষভ এবং দত্তাত্রেয় প্রভৃতির কথা বর্ণন করা আছে, কিন্তু সে বর্ণনটি বেদবিরুদ্ধরূপেই হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণ যে বেদবিরুদ্ধ, তাহা বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩ অধ্যায় শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছেন—তৎপর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে অসুরগণের বুদ্ধি মোহনের জন্য গয়া প্রভৃতি প্রদেশে বুদ্ধনামক অঞ্জনসুত আবির্ভূত হইয়াছিলেন—একথা স্পষ্টই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব রাগানুগা ভক্তি যে সকল বৈধীভক্তি হইতে সমীচীনা—ইহাতে সংশয় করিবার অবসর নাই। বৈধীভক্তি হইতেও রাগানুগা ভক্তি অতিশয় মহতী। শাস্ত্রে যে মর্য্যাদা অর্থাৎ বিধি-নিষেধের কথা উল্লেখ করা আছে, সেটি নিজ অভীষ্টে মনের আবেশের জন্য। সেই আবেশটিও রুচিবিশেষলক্ষণ মানসভাবে যেমন হয়, তেমন বিধি-প্রেরণায় হয় না। কারণ রুচিটি স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম। তন্মধ্যে অনুকূল ভাবটি আরও অধিকতর স্বাভাবিক। পরম নিষিদ্ধ প্রতিকূল-ভাবেও সত্বর আবশ হইয়া থাকে। সেই আবেশের সামর্থ্যে প্রতিকূল দোষেরও হানি হয় এবং সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারেই হউক, শ্রীকৃষ্ণে আবেশ হইলেই জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। মানসিক ভাবমার্গের বলবত্তা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে সেই ভাবমার্গটি যদি অনুকূল ভাবাত্মক হয়, তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষেও পরম সাধ্য। অনন্তর সাধারণ ভাবমার্গের বলবত্তা দেখাইবার জন্য প্রকরণ উপস্থিত করা হইতেছে ॥ ৩১২ ॥

একান্তিনাং পরমজ্ঞানিনামপি যতস্তস্য সা ন সম্ভবতি। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব্ব এব বয়ং মুনে। ভগবন্নিন্দয়া-বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥ ৩১৩ ॥

তমসি নরকে। বহুনরকাদিভোগানন্তরমেব পৃথুজন্মপ্রভাবোদয়েন তস্য সদ্গতি-শ্রবণাৎ। দমঘোষসুতঃ পাপ আবাল্যকলভাষণাৎ। সংপ্রত্যমর্ষীগোবিন্দেদন্তবক্রশ্চ দুর্ম্মতিরিত্যাদি ॥ ৩১৪ ॥

স্পষ্টং তত্রোত্তরং, শ্রীনারদ উবাচ যথা, অহো ভগবন্নিন্দকস্য-নরকপাতেনভাব্যমিতি বদতস্তবকোঽভিপ্রায়ঃ। ভগবৎপীড়াকরত্বাদ্বাতদভাবেঽপি সুরাপানাদিবন্নিষিদ্ধনিন্দা-